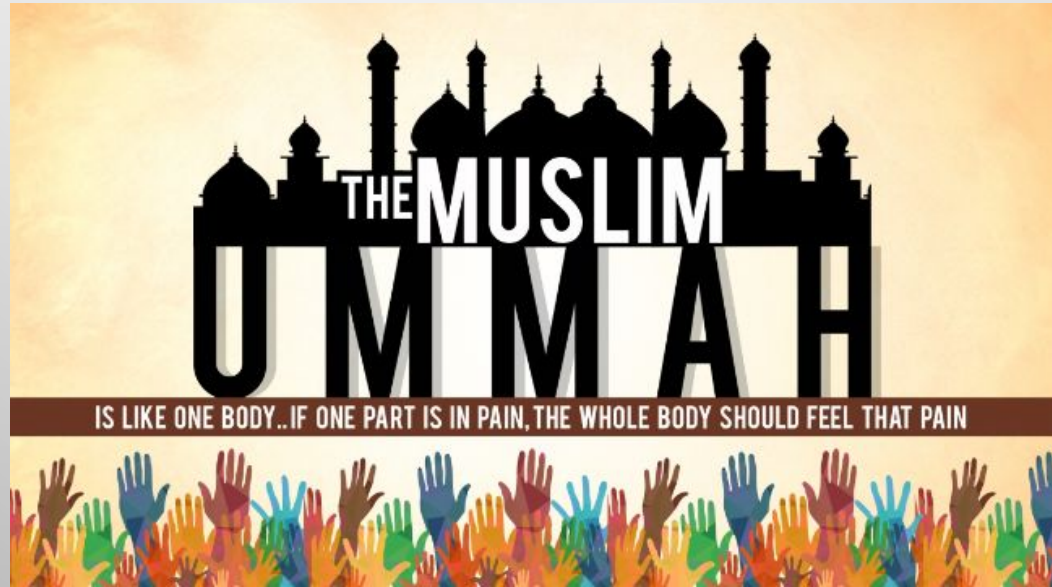


উম্মাতের ফিকির (চিন্তা)



Engr. Khandaker Marsus

Founder & Chairman, IOM

Founder & Managing Director, Reliance High Tech Ltd.

Chairman, Reliance Technical Training Institute(RTTI)

BSc in EEE, RUET

MBA, India

Masters in IT.

লক্ষ লক্ষ লোক আজ দৌঁড়ে দৌঁড়ে জাহান্নামের দিকে চলে যাচ্ছে। কে বাঁচাবে এই উন্মতকে? কে এই উন্মতকে কোমরে ধরে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে?

প্রতিদিন পৃথিবীতে প্রায় ১,৫০,০০০ জন লোক মারা যায়।

পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান। ৭৫ ভাগ অমুসলমান।

সেই হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ১,১২,০০০ হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছে যারা সরাসরি জাহান্নামে চলে যাচ্ছে।

প্রতি ঘন্টায় মারা যায় প্রায় ৭০০০ জন। প্রতি মিনিটে মারা যায় প্রায় ১১৫ জন। প্রতি সেকেন্ডে মারা যায় প্রায় ২ জন।

হাজার হাজার মুসলিম মিশনারী দরকার এই লোকগুলোকে বাঁচানোর জন্য। হাজার হাজার দা'য়ী (যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়) দরকার। অন্যদিকে যেসব দেশে মুসলমান রয়েছে সেসব দেশেরও করুন অবস্থা। মুসলমানের ভিতরে আজ মুসলমানিত্ব আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। যদিও মুসলমান এক দিন না এক দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবেই।

কিন্তু এমন পানি যা আতরের বোতলে রয়েছে।
যে পানি দিয়ে না গোসল করা যাবে, না তৃষ্ণা
নিবারণ করা যাবে।

মুসলমানের ঈমানের আজ এমন অবস্থা। ঈমান
হারা তো বলা যাবে না কিন্তু ঈমানের এমন
অবস্থা যা আতরের শিশির বোতলে রাখা পানির
মত।



পৃথিবীতে মুসলিমদের কি অবস্থা?

বিভিন্ন দেশে যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান রয়েছে তাদের অধিকাংশের মধ্যেই আর মুসলমানিহের কিছু বাকি নেই। বরং ইসলাম শুধুমাত্র তাদের নামের মধ্যে বা বাবা চাচার নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এত এত উম্মত আর এত এত অমুসলমানকে কে বাঁচাবে?

পৃথিবীতে মুসলমানদের কি অবস্থা:

চায়নাতে প্রায় ১৪০ কোটি উম্মতের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি মুসলমান।
ইন্ডিয়াতে প্রায় ১৩৭ কোটি উম্মতের মধ্যে প্রায় ২০ কোটি মুসলমান।
আমেরিকাতে প্রায় ৩২ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৩৪ লক্ষ মুসলমান।
একদিকে অমুসলিমরা সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর বিভিন্ন দেশে যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান রয়েছে তাদের অধিকাংশের মধ্যেই আর

মুসলমানিহের কিছু বাকি নেই। বরং ইসলাম শুধুমাত্র রয়েছে তাদের নামের মধ্যে বা বাবা অথবা চাচার নামের মধ্যে।।

একজন ইহুদি ছেলের ব্যাপারে রাসূলের ফিকির

যে ছেলেটি সকাল-বিকেল রাসূলের সেবায় উপস্থিত থাকত, কয়েকদিন ধরে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি দ্রুত ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সে?'। জানানো হলো, ছেলেটি খুব অসুস্থ। কয়েকদিন ধরে শয্যাশায়ী।



মদীনায় ইহুদির লাশ



সোলায়মান (আঃ) এর জমানায় হুদহুদ পাখির ঘটনা

হুদহুদ পাখি বলতে লাগলো আপনার রাজত্বে এমন এক জাতি রয়েছে, যে আমাদের রব আল্লাহর উপাসনা না করে সূর্যের পূজা করে।

সে জাতির রাণী, রাণী বিলকিস। এই তথ্যগুলো শোনার পর সোলায়মান (আঃ) রাণী বিলকিসকে দাওয়াতে জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করেন।



সোলায়মান (আ:) এর জমানায় পিপড়ার ঘটনাঃ

হে আমার কওম তোমরা শীঘ্রই গর্তে প্রবেশ করো। যদি তোমরা গর্তে প্রবেশ না করে, তবে এই রাস্তা দিয়ে সোলায়মানের বাহিনী আসছে। তোমরা অচিরেই সোলায়মানের বাহিনীর পায়ের তলে পৃষ্ঠ হয়ে মারা যাবে।

উস্মতের এই ফিকির আল্লাহর কাছে এত পছন্দ হয়েছে, আল্লাহ কোরআনে সূরা নামল নামে একটা সূরাই নায়িল করেছেন।



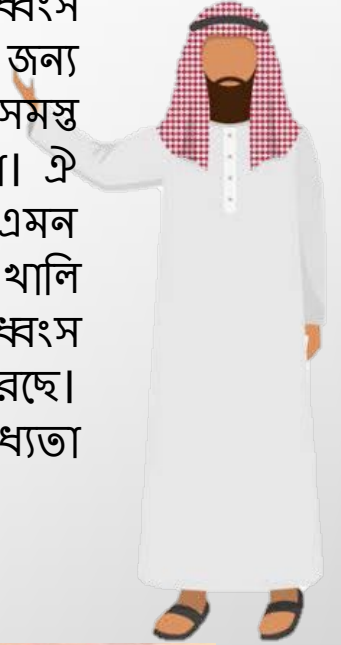
ছেলে হারা মা

একজন ছেলে হারা মা যখন সন্তানের খোজে পাগলপারা হয়ে যায়, তখন কেউ যদি হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয় সে মা ঐ ব্যক্তির প্রতি যত খুশি হয় তার চেয়ে বেশি খুশি হয় আমার আল্লাহ, যখন কেউ আল্লাহ ভোলা বান্দাকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়। আল্লাহ তার ভালোবাসার ১ ভাগ পুরো উম্মতকে দিয়েছেন। যেই একভাগের কারনে হিংস্র বাঘিনী তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য এক গুহা থেকে অন্য গুহায় ছুটতে থাকে। যে ভালোবাসার কারনে সামান্য একটা মুরগীও চায়না কেউ তার বাচ্চার উপর হামলা করুক।

আর আমার যে আল্লাহ ৯৯ ভাগ ভালোবাসা তার কাছে রেখে দিয়েছেন, সেই আল্লাহ তার বান্দাকে কত ভালোবাসেন? এই ভালোবাসার বান্দা যখন শিরকে লিপ্ত হয়, যখন আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়, তখন আল্লাহ কি পরিমাণ রাগান্বিত হন। আর এই অবস্থায় যে বান্দা তার উম্মতকে ধরে ধরে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় তার পরিণতি কি হতে পারে, তার পুরস্কার কি হতে পারে এটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

মুসা (আ) এর জামানায় আবেদের ঘটনা

মুসা (আঃ) এর জামানায় আল্লাহ তায়ালা এক উম্মতের অবাধ্যতার কারণে ঐ উম্মতকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ঐ ফেরেশতা এসে যখন ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো তখন দেখতে পেলো ঐ কওমের ভিতর এমন একজন বান্দা রয়েছে যে সমস্ত সময় আল্লাহর বন্দেগী করে। এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর ইবাদত থেকে খালি হয় না। ঐ ফেরেশতা আল্লাহর কাছে ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে জানালো যে আল্লাহ, ঐ এলাকায় এমন একজন বান্দা রয়েছে যে, সবসময় তোমার ইবাদতে মশগুল থাকে। কখনও ইবাদত হতে খালি হয় না। তার ব্যাপারে কি ফায়সালা। আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাকে আগে ধ্বংস করে তারপর তার উম্মতকে ধ্বংস করবে। কেননা সে একা একা ইবাদত বন্দেগী করেছে। আর পুরো উম্মতকে সে দাওয়াত দেয়নি। যদি সে দাওয়াত দিতো তবে হয়তো এই অবাধ্যতা থেকে উম্মতের কিছু অংশ হলেও বেঁচে যেত। এটাই হলো আল্লাহর চাওয়া পাওয়া।



শুধু ইবাদততো নিজেকে ফায়দা পৌঁছাবে
।
কিন্তু বাকি উম্মতের কি হবে?



অফিসের মার্কেটিং অফিসার

একটা অফিসের দুইজন মার্কেটিং অফিসার একজন শুধু অফিসের বসের গুনগান করে, প্রশংসা করে কিন্তু তার কোম্পানীর প্রডাক্টের কোন মার্কেটিং করে না। অন্যের কাছে তার প্রোডাক্টের দাওয়াত পৌঁছায় না। ফলে তার প্রোডাক্ট মার্কেটে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অন্যদিকে আর একজন অফিসার বসকে শ্রদ্ধা করে তার কথা শুনে এবং অধিকাংশ সময় প্রোডাক্টের মার্কেটিং এ ব্যস্ত থাকে। যার কারনে খুব দ্রুত কোম্পানীর প্রোডাক্ট মার্কেটে সুনাম অর্জন করে এবং কোটি কোটি টাকা মুনাফা হয়।

এক্ষেত্রে ঐ কোম্পানীর মালিক কাকে বেশি ভালোবাসবে? হয়তো কিছুদিন পর প্রথম ব্যক্তির চাকরি চলে যাবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ধীরে ধীরে কোম্পানীতে প্রমোশন হবে। আর একসময় মালিক নিজেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভালোবেসে ফেলবে। সে চাকরী ছাড়তে চাইলেও যেকোন মূল্যেই হোক তাকে কোম্পানীতে ধরে রাখার চেষ্টা করবে।

এটাই হলো একজন দায়ী এবং একজন আবেদের উদাহরণ। আবেদ শুধু আল্লাহকে একাই ভালোবাসতে থাকে। আর দায়ীকে স্বয়ং আল্লাহই ভালোবাসতে শুরু করেন। যেহেতু দায়ী একদিকে যেমন বন্দেগীও করে অন্যদিকে হাজারও উন্মত্তের ফিকিরও করে।



রাসূল স. এর ভবিষ্যৎবানী

একবার কাফেররা রাসূল (সা.) এর এর উপর অকথ্য নির্যাতন করলো। রাসূল (সা.) যখন ময়লা আবর্জনা ও থুথু মাথা মুখ নিয়ে বাড়ী ফিরলে জয়নাব (রা.) এই দৃশ্য দেখে কাঁদতে ছিলেন। রাসূল (সা.) বলেন, হে জয়নাব কেঁদো না এমন এক সময় আসবে যখন তোমার বাবার এই দ্বীন দুনিয়ার প্রত্যেকটা কাঁচা পাকা ঘরে পৌঁছে যাবে। আজকে মক্কা থেকে প্রায় ৬০০০ কিমি দূরে থেকেও আমরা মুসলামান। আর এটাই ছিল রাসূল (সা.) এর সেই ফিকির, যেই ফিকিরের কারণেই আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।



হজ্জের মৌসুমে হুজুর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাওয়াত

প্রতি বছর মদীনা থেকে যখন মদীনাবাসীরা হজ্জের জন্য আসতেন তখন রাসূল (সা.) মিনার ঘাঁটিতে, তাবুতে তাবুতে গিয়ে দাওয়াত পৌঁছাতেন। একদিকে মক্কার কাফেররা মদীনাবাসীদের রাসূল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। বলতেন মক্কাতে একজন লোক পাগল হয়ে গেছে। তোমরা উনার কথা শুনবে না। আর অন্যদিকে রাসূল (সা.) তার দাওয়াতকে অব্যাহত রাখতেন। তার হৃদয় উজাড় করা দাওয়াতের ফিকিরে প্রথম বছর কয়েকজন মুসলমান হলেন। এর পরের বছর প্রথম বছরের সাথীরা মদীনায় গিয়ে আরও অনেককে দাওয়াত দিলেন। এবং আরও অনেকেই মুসলমান হয়ে গেলেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে অনেক মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর তারা বায়াত হলেন এই মর্মে যে রাসূল (সা.) ও তার সাথে মুহাজিররা মদীনায় আগমন করলে সবদিক থেকে তাদের হেফাজত করবেন। এরপর রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করেন।



মক্কা বিজয়ের পর

মক্কা বিজয়ের পর যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছিল, তাদের জন্যও হেদায়েতের ফিকির করেছেন। আর মৃত্যুদন্ড ঘোষিত ১৭ জনের মধ্যে ১১ জনই হেদায়েত পেয়েছিলেন।



হিন্দার মুসলমান হওয়া

হিন্দা যে কিনা হামজা রাঃ কে হত্যার পর তার কলিজা চিবিয়ে খান, সেও মক্কার বিজয়ের পর দ্বীন কবুল করেন। এটাই ছিল রাসূল সঃ এর দাওয়াতি ফিকির আর উম্মতের প্রতি দরদ।

বিড়াল কিংবা একটা কুকুরও যদি আগুনে পড়ে যায়..

হে আমার ভাইয়েরা সেই নবীর উম্মত হয়ে আমরা আজ
কি করছি? আমাদের দিলে কি ব্যাথা লাগে না। চোখের
সামনে একটা বিড়াল কিংবা একটা কুকুরও যদি আগুনে
পড়ে যায়। এমন কেউ কি বসে থাকবে যে ঐ কুকুরকে
বাচানো ফিকির করবে না?
তবে আজ একই নবীর উম্মত হয়েও কেন প্রতিদিন হাটি
হাটি পা পা করে জাহান্নামের দাউ দাউ করে জলা
আগুনের দিকে ছুটে চলা মানুষগুলোকে বাচানোর
ফিকির আমরা করবো না।



মিরাজে গিয়েও উম্মতের ফিকির

মিরাজে গিয়েও উম্মতের ফিকির করতে আমাদের নবী ভুলে জাননি। আল্লাহ সাথে দেখা করার সময়ও উম্মতের ফিকির করেছেন। রাসূল সঃ বললেন, আমি তো আপনার সাথে দেখা করতে আপনার হুকুমে আরশ পর্যন্ত চলে আসলাম। কিন্তু আমার উম্মতের কি হবে? তখনই আল্লাহ তায়ালা নামাজের বিধান চালু করে বুঝিয়ে দিলেন আপনি তো আমার সাথে দেখা করার জন্য এতদূর কষ্ট করে আরশ পর্যন্ত হাজির হয়েছেন। আর আমার বান্দারা যখন নামাজে দাড়াবে, আমি স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য হাজির হয়ে যাবো।

সূরা ইয়াসিনে হাবীবে নাজ্জারের ঘটনাঃ

হাবিব নাজ্জার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন। আরোগ্য লাভের জন্য কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে ৭০ বছর ধরে দোয়া করতে থাকেন, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তখন আল্লাহ নবী পাঠান। নবীর কাছে তিনি তার রোগের জন্য দোয়া চান। নবী তার জন্য দোয়া করলে তার এই কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়ে যায় এবং হাবিবে নাজ্জার ঈমান আনেন।

হাবিব যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রাসুলদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে, তখন তিনি শহরের প্রান্ত থেকে ছুটে এসে ঈমান গ্রহণের সংবাদ দেন। ফলে শহরবাসীরা সবাই তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। এমনকি তাকে প্রহার করে ও প্রস্তর নিক্ষেপে শহিদ করে ফেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার নেয়ামত দ্বারা আবৃত করে তাকে জান্নাত দান করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (২৬) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (২৭)

‘তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়! আমার সম্প্রদায় যদি কোনোক্রমে জানতে পারত যে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সন্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (সূরা ইয়াসীন : ২৬-২৭)।

(লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেললে, আল্লাহর পক্ষ হতে) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারতো, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সন্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন

উমর রদ্বিআল্লাহ্ আনহ্ এর সময়ে মুরতাদঃ

উমর রা: এর সময় এক লোক মুরতাদ হয়ে গেলো। তার কাছে লোক পাঠানো হলে তিনি উমরের রাজত্বের অধীক এবং উমরের মেয়ের সাথে তার সন্তানের বিয়ের শর্ত দিলেন। দূত যখন এসে উমর রা. এর কাছে এসে এই কথা ভয়ে ভয়ে বললো, তখন উমর বরং ক্রোধের সহিত বললো আরে, কেন তুমি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলে না। আমি উমরের সমস্ত বাদশাহী, সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা একজন লোক দ্বীনের উপর চলে আসুক এটা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। ঐ দূত যখন এই পয়গাম নিয়ে ঐ মূর্তাদের কাছে পৌঁছালেন তখন দেখা গেল সে মারা গেছে।

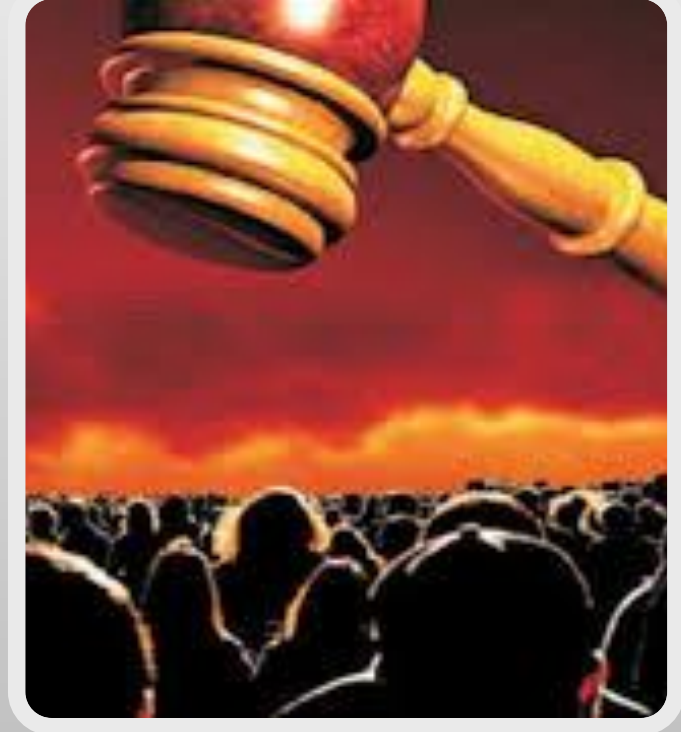
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর
সময়ঃ

ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি আমার উম্মত আমার
উম্মত

হাশরের ময়দানে:

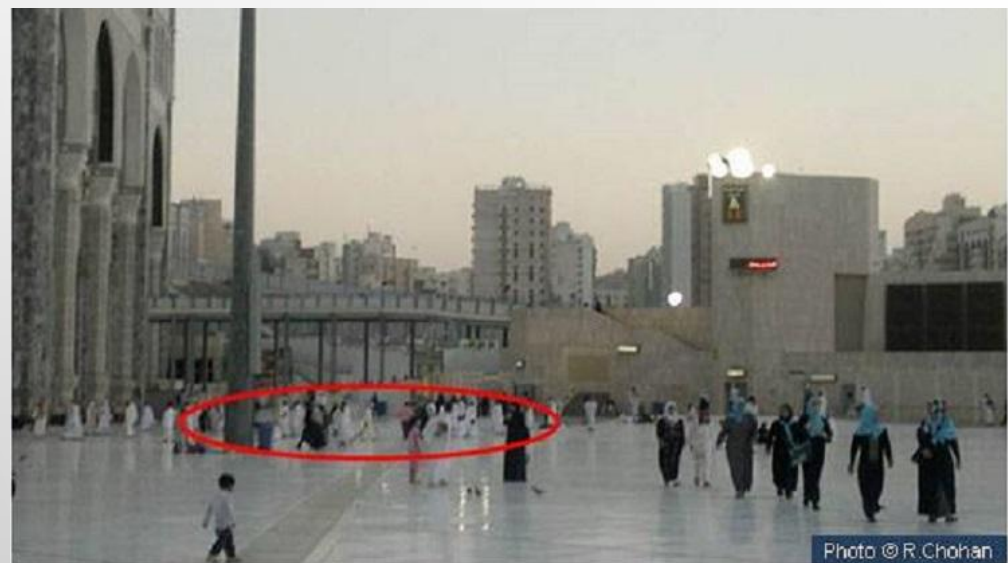
হাশরের ময়দানে কঠিন সময়ে যেখানে
মাথার উপরে সূর্য থাকবে।

সমস্ত মানুষ ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করতে
থাকবে শুধু মানুষই নয় সকল নবীগণ (
আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) ইয়া নাফসি
ইয়া নাফসি বলতে থাকবেন। আর আমাদের
নবী বলতে থাকবেন ইয়া উম্মতি ইয়া
উম্মতি আমার উম্মত আমার উম্মত



আবু জেহলে কাছে শত শতবার

ঝড়ের রাতে



বিদায় হজে

বিদায় হজে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমতের উপর দাড়িয়ে যে ভাষণ দেন, তোমার কাছে একটি আয়াতও যদি পৌঁছে অন্যের কাছে পৌঁছে দেও।
এই আহবানে সাহাবীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।
মক্কা মদীনাতে মাত্র ১০-১২ হাজার সাহাবীর কবর। সারা দুনিয়াতে



বিদায় হজে

হজরত উকবা ইবনে নাফে (রা.)-এর কবর আলজেরিয়ায়।
হজরত আবুল বাকা আনসারী (রা.)-এর কবর তিউনিসে।
হজরত রুয়াইফা আনসারী (রা.)-এর কবর লিবিয়ায়।
হজরত আবদুর রহমান (রা.)-এর কবর উত্তর আফ্রিকায়
হজরত মাবাদ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কবর উত্তর আফ্রিকায়।

হজরত আবু রাফে (রা.)-এর কবর খোরাসানে।
হজরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাহ.-এর কবর খোরাসানে।
হজরত আবু আইউব আনসারী (রা.)-এর কবর ইস্তাম্বুলে।
হজরত আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর কবর বোহায়রা রোমে।
হজরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কবর সিরিয়ায়

হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর কবর হিমসে।
হজরত বিলাল হাবশী (রা.)-এর কবর দামেশকে।
হজরত আবুদারদা (রা.)-এর কবর জর্ডানে।
হজরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর কবর মোতায়।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.)-এর কবর জর্ডান নদীর পাশে।

হজরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর কবর জর্ডানের এক পাহাড়ে।
হজরত যিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর কবর জর্ডানের এক পাহাড়ে।
হজরত উবাদা ইবনুছ ছামেত (রা.)-এর কবর জর্ডানের এক পাহাড়ে।
হজরত আবু যামআহ (রা.)-এর কবর তিউনিসে।
হজরত কুছাম ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কবর সমরকন্দে।
হজরত আমর ইবনে মাদিকরিব (রা.)-এর কবর নেহাওয়ান্দে।

৫০ হিজরিতে হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবি সগরা (রা.) কাবুলের রাস্তা হয়ে পেশাওয়ার এবং পেশাওয়ার থেকে লাহোর হয়ে কেলাত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।
কেলাতের পাহাড়ে আজও সাতজন সাহাবি ও তাবয়ির কবর আছে।

এ তালিকা থেকে বোঝা যায়, হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবিগণ দ্বীনের ডাকে আপন ভূমি থেকে দেশ-দেশান্তরে
ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের পথে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। রাজিয়াল্লাহু আনহুম।

চায়নার গুয়াংজুতে সাদ বিন আবি ওয়াক্বাস রাঃ

চীনে আবি ওয়াক্বাস রাঃ এর মাজার: ৮০০০ কিমি. মদিনা থেকে



বাংলাদেশের লালমনিরহাটে হারানো মসজিদ

<https://goo.gl/maps/wRCjBCTGgt7rYdWB6>

৬৯ হিজরীতে বাংলাদেশে মসজিদ



রাসুল (মোঃ) এর ইজ্ঞাকালের ৬৬ বছর পরেই
বাংলাদেশে জোরি হয়েছিল একটি মসজিদ



fb.Com. Alhamdulillah



fb.Com. Alhamdulillah

লালমনির হাটের এই মসজিদে
আরবীতে লিখা আছে “লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুন্নাহ (সঃ)
‘হিজরী ৬৯’ অর্থাৎ রাসুল (সঃ) এর
ওফাতের ৫০ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম
আমাদের দেশে মসজিদ নির্মিত
হয়। না জানি কোন সৌভাগ্যবান
বঙ্গালী এই মসজিদ বানিয়েছিলেন।
হয়তো উনার সাথে কোন সাহাবীর
দেখা হয়েছিল। আল জাজিরার
রিপোর্টে বলা হয় এটি দক্ষিণ
এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ।



আগের জামানায় দায়ীদের নাম কোরআনে স্থান পেয়েছে

- কোরআন তো আর পরিবর্তন হবে না। তবে এই জামানায় যদি কেউ দাওয়াতের ফিকির করে তার নাম কোথায় আসবে?
- তার নাম থাকবে সমস্ত মুমিনের দিলের মধ্যে।

360 আউলিয়া

কোরআনে কোন পারায় আছে উনাদের নাম? আর উনাদের নাম কে জানেন না?

শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.) (১২১৮-১৩৩১ খ্রি.) তিনি বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক। রাজশাহী দরগাপাড়ায় তাঁর মাজার শরিফ রয়েছে।

শাহজালাল ইয়েমেনি (রহ.) (১২৩৮-১৩৪৬ খ্রি.) বৃহত্তর সিলেট (শ্রীহট্ট) অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার করেন। তিনি পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রধান পথিকৃৎ মহান সুফি। সিলেটে তাঁর মাজার অবস্থিত।

শাহ পরাগ (রহ.) শাহজালাল (রহ.)-এর ভাগিনা ও শাহজালাল (রহ.)-এর সঙ্গে সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় শাহ পরাগের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সৈয়দ আহমদ গেছুদারাজ কল্লা শহীদ (রহ.) শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। সিলেটের পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। কুমিল্লার আখাউড়ার খড়মপুর গ্রামে তাঁর মাজার শরিফ রয়েছে।

খান জাহান আলী (রহ.) (-১৪৫৯ খ্রি.)। তিনি বৃহত্তর যশোর ও খুলনা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক। বাগেরহাটে হজরত খান জাহান আলীর (রহ.) তৈরি করা ৬০ গম্বুজ মসজিদের পাশেই তাঁর পবিত্র মাজার অবস্থিত।

শাহ আলী বোগদাদি (রহ.) (-১৪৯৮ খ্রি.) তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। বর্তমানে ঢাকার মিরপুর ১-এ তাঁর মাজার শরিফ রয়েছে। দরবেশ শাহ জামাল (রহ.) জামালপুর জেলার শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক। শাহ মোয়াজ্জম দানিশমান্দ ওরফে শাহ দৌলাহ (রহ.) রাজশাহীর বাঘা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। রাজশাহীর বাঘা শাহি মসজিদের পাশে তাঁর মাজার রয়েছে।

শাহ আমানত (রহ.) (-১৭৭৪ খ্রি.) বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। চট্টগ্রাম লালদীঘির পূর্ব পাশে তাঁর মাজার অবস্থিত।

360 আউলিয়া



হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.

একবার হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. এর উস্তাদ এবং শায়েখ উসমান হারুনী রহ. বললেন

যে ব্যক্তি কালকে সকাল বেলা আমার পিছনে ফজরের নামাজ পড়বে সে হবে জান্নাতি হবে, তবে সাবধান যদি এই কথা কেউ অন্য কারও কাছে পৌঁছায় তবে সে হবে জাহান্নামী ।

সকাল বেলা দেখা গেল পুরো মসজীদ ভর্তি লোক । উস্তাদ, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন কে লোকদের দাওয়াত দিলো? এবং তুমি কি জানানো না যে এই দাওয়াত অন্যকে দিবে সে জাহান্নামী হবে।

উত্তরে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. বললেন " আমি একা জাহান্নামী হয়ে যদি আমার নবীর লক্ষ উম্মত যদি আমার উসিলায় জান্নাতে যেতে পারে তাহলে আমি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী একা হাশি মুখে জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত।

উস্তাদ এই কথা শুনে চোখের পানি ছেড়ে কেদে দিলেন। এবং খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. এর জন্য দোয়া করলেন যে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. যেকি যাবে সেদিকে যাতে মুসলমান হয়। যারা দিকে তাকাতে সেও মুসলমান হয়ে যাবে।

উনার হাতে প্রায় লক্ষাধিক লোক ইসলাম গ্রহন করেন

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.

১৯২০ সালে দিকে তার মাধ্যমে আল্লাহ তাবলীগের এই মেহেনতকে নিয়ে আসেন।

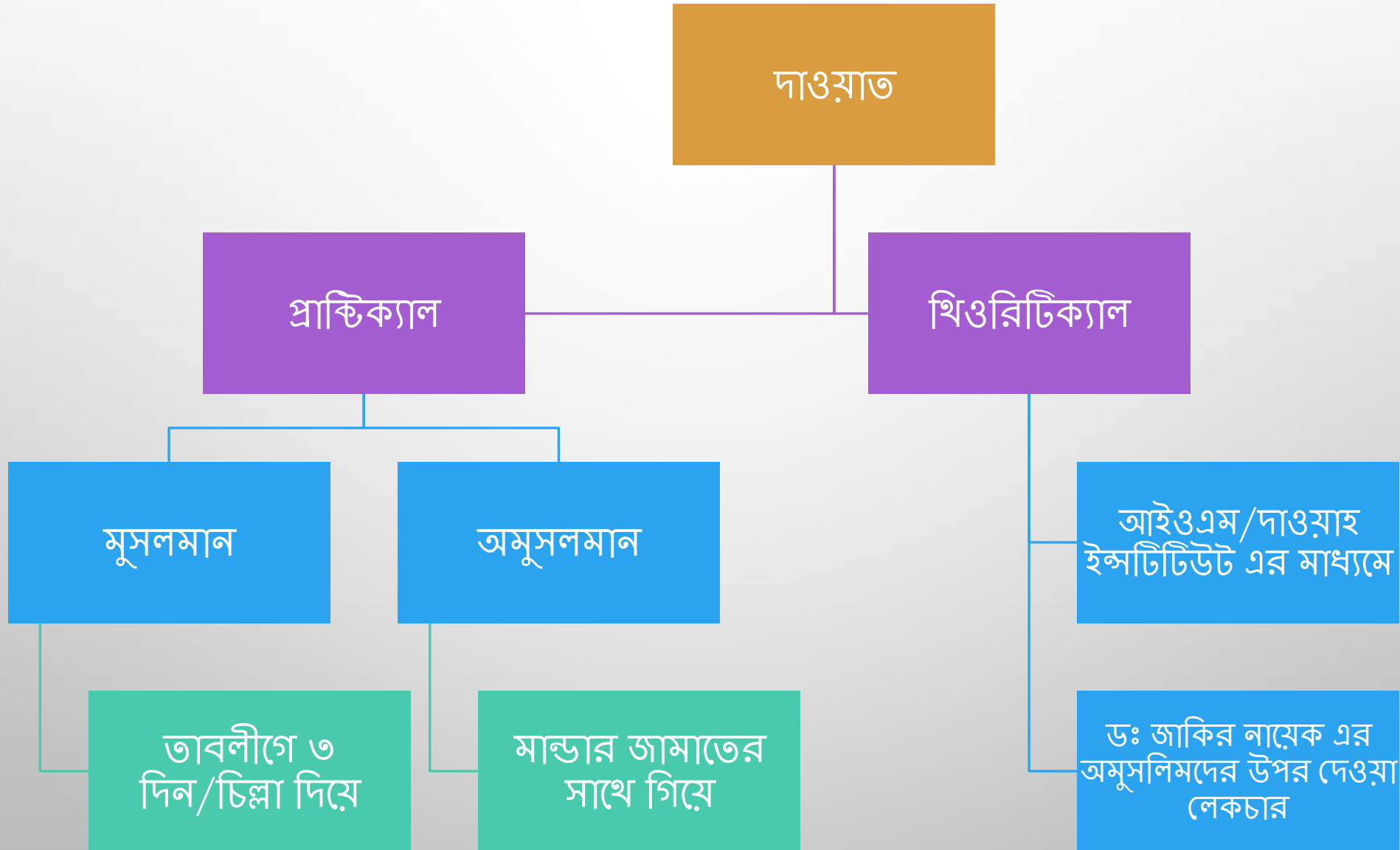
সব সময় উনার ভিতর অস্থিরতা কাজ করতো। উম্মতের কি হবে?
একবার উনি রাতের বেলার অস্থিরতার কারনে ঘুমাতে পারছিলেন না। উনার বিবি উনাকে জিজ্ঞাসা
করলেন কি হয়েছে। বললো আমার ভিতর উম্মতের জন্য যে অস্থিরতা কাজ করছে এটা যদি তোমার
মধ্যেও চলে আসতো তবে রাত যাগা একজনের পরিবর্তে দুইজন হয়ে যেতো।

উনার নানী ফিকির করলেন। চিন্তা করলেন আজকে উম্মতের কি অবস্থা কোথাও দ্বীন নেই।
উনি নিয়ত করলেন আমাদের মেয়েদেরকে উলামায় কেরামের সাথে বিয়ে দিবো এবং ছেলেদের
আলেম বানাবো।

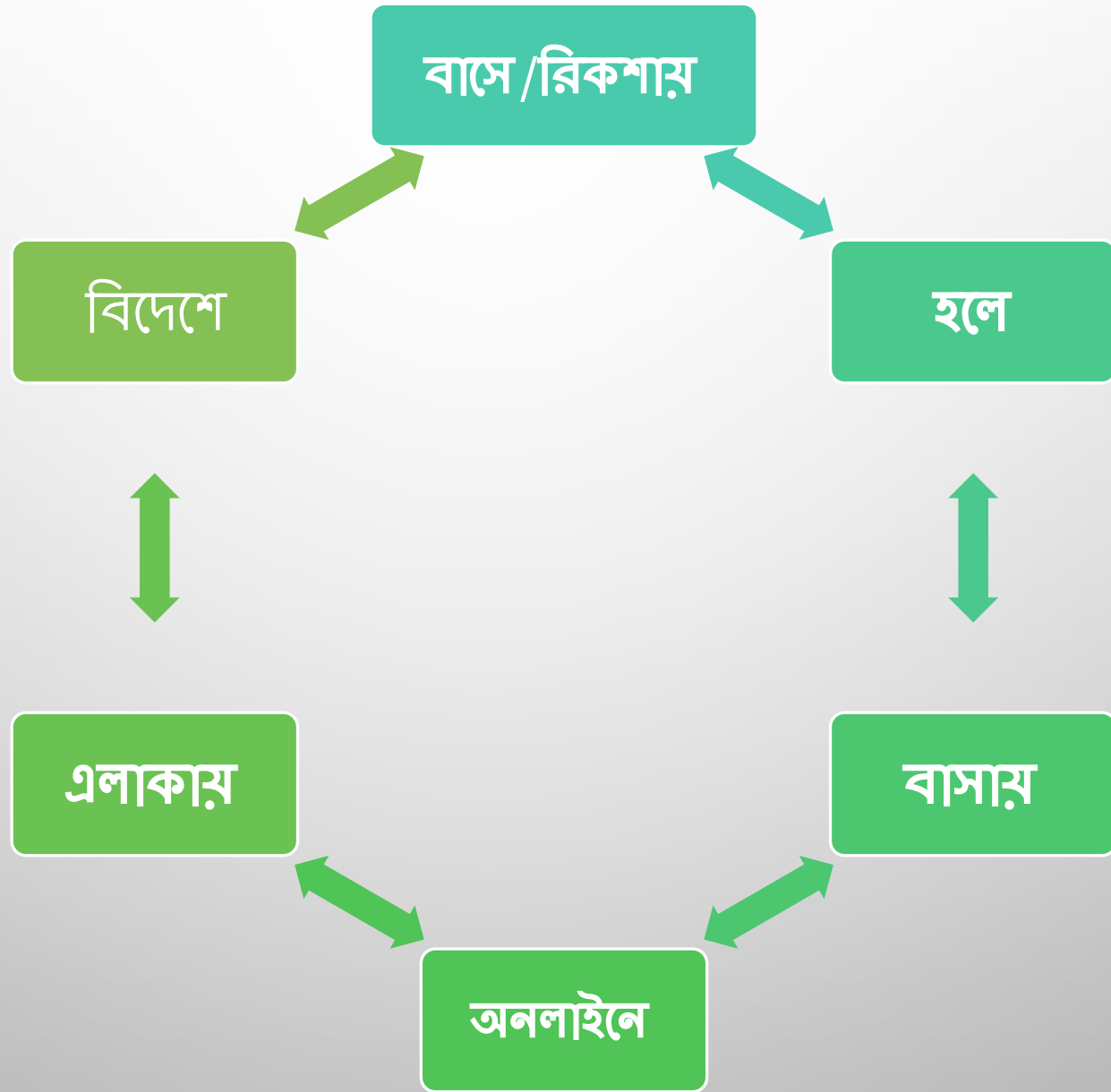
তিন ধরনের মানুষ নিয়ে রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের
ফিকির করেছেন



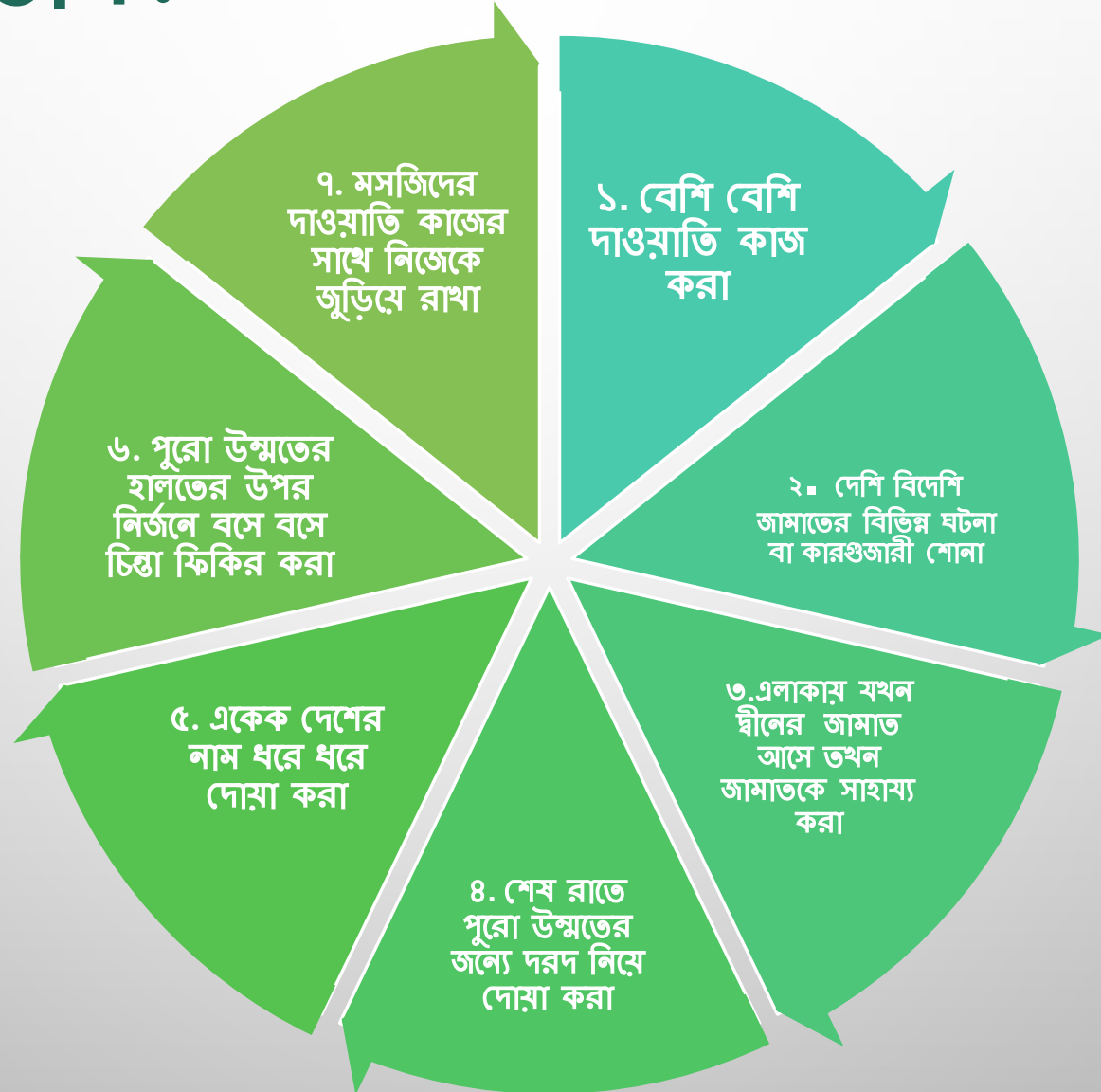
দাওয়াত কিভাবে শিখবো



দাওয়াত কোথায় দিবো: পুরুষ-পুরুষকে ;মহিলা-মহিলাকে ।



আলমী ফিকির বাড়ানোর তারাতিব:



দাওয়াত কাদের দিবো:

- ১. মুসলমান
- ২. অমুসলমান
- হিজরা-১১ হাজার
- বধির-২৫ লক্ষ:
- বেদে-প্রায় ৬৩ লক্ষ, মুন্সীগঞ্জ, বিক্রমপুর(মুসলমান, গোত্রপ্রধান)

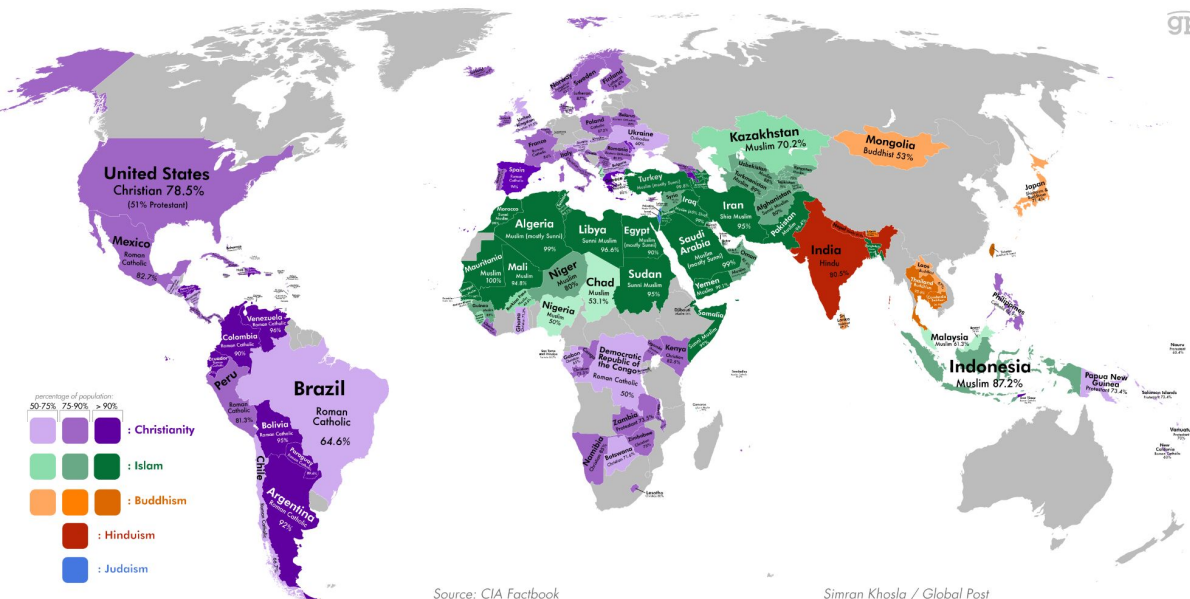
<https://youtu.be/sM9AU-K5-3I>

<https://youtu.be/PV3gXzy56hA>



Figr of whole world

- 1.এশিয়া মহাদেশ
- 2.আফ্রিকা মহাদেশ
- 3.ইউরোপ মহাদেশ
- 4.উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
- 5.দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
- 6.ওশিয়ানিয়া মহাদেশ এবং
- 7.অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।



নিয়ত ১

পুরো উম্মতের মাঝে দাওয়াত পৌছানোর নিয়ত করি। সমস্ত মুসলমান ফ্রেন্ড বা আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের দাওয়াত দেওয়ার নিয়ত করি। আমি এক একটা দেশের জন্য নিয়ত করি। প্রত্যেকে একটা করে দেশের নাম বলি।



এবার রাতের আধারে চোখের পানি ফেলে, ম্যাপ ধরে দেশের নাম ধরে
ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করি।

নিয়ত ২

1. একজন অমুসলমান ফ্রেন্ডকে টাগেট বানাই। সবাই একজন অমুসলমান ফ্রেন্ড বা প্রতিবেশীর নাম বলেন। এবার উনি যদি ইসলামে ফিরে আসেন তবে কি নাম রাখবেন তাও বলেন..

ASSIGNMENT

এই ভিডিওটা আগামী ক্লাসের আগে অবশ্যই দেখে আসতে হবে। এখান থেকেও কয়েকটা প্রশ্ন আসবে।

<https://youtu.be/0kHz4dvEb3Q>

